তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

15

৭ খবর

বস্তি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। পুনর্বাসনকৃত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধতা, স্বাচ্ছন্দ্য ঢের আছে। সন্তুষ্টিও আছে কম-বেশী। দত্তপাড়ার শাহেরা খাতুন বলেন, 'সরকার এখানে থাকাতে দিয়েছিল বলেইতো কাজ করে খেতে-পরতে পারছি।' দত্তপাড়ায়কোন বাড়ীতে টেলিভিশনের এন্টেনা ঝোলে, স্কুল ও হাসপাতাল আছে। এ ১৯৭৫ সালে ৭০ হাজার বস্তিবাসীকে পুনর্বাসিত করার প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও ১২ হাজারের বেশী পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়নি। ১৯৮৩ সালে দত্তপাড়ার উন্নয়ন কাজে হাত দেয়া হয়।

সর্বশেষ দু'বছর আগে ১৯৮৯ সালের অক্টোবরে ভূমি সচিবের নেতৃত্বে ২৭ সদস্যের ঢাকা মহানগরী বস্তি সমস্যা নিরসন কমিটি'র সুপারিশে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ-এ তিন পর্যায়ে নগরীর বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের কথা বলা হয়। সরকারী নির্দেশে তৈরী ঐসব সুপারিশমালা ঢাকা পৌর করপোরেশনকে 'লীড' প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে গত দেড়-দু'বছরে লীড প্রতিষ্ঠান পৌর করপোরেশন মালিবাগসহ আরও কয়েকটি বস্তিকে ভেঙ্গে দেয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ এক্ষেত্রে করেছে কি-না জানা যায়নি

মহানগরী বস্তি সমস্যা নিরসন কমিটির সুপারিশে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ভূমি সংস্থান, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাসের ব্যবস্থা, উপার্জন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা, শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, সামাজিক সংগঠন সৃষ্টি ও অন্যান্য বিষয়ের কথা বলা হয়েছিল। এতে পর্যায়ক্রমে ২০০০ সালের মধ্যে বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন ও সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছিল। এছাড়া এতে বস্তিবাসীরা যে পুনর্বাসিত হতে ইচ্ছুক সে কথাও তুলে ধরা হয়েছিল।

প্রস্তাবিত বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের কাজ আবার শুরু হবে কবে? এ প্রশ্ন নিয়ে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঐ কর্মকর্তা বলেন, 'জানি না, আদৌ কি কোনদিন হবে।'

তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন, দীর্ঘদিন পর দেশে নির্বাচিত একটি সরকার এসেছে। জাতীয় সংসদ আছে। এ ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিকট ভবিষ্যতেই হয়তো আসবে।

প্রভাবশালী মালিক শ্রেণীর দু'একজনের বদান্যতায় টাকার বিনিময়ে বস্তিবাসীদের রাজনৈতিক দলের মিছিলে নিয়ে যাওয়া হয়। নীলক্ষেত বস্তির আবুল হোসেন বলেন, একদিন মিছিল করতে গেলে ২০ থেকে ৩০ টাকা এবং মাঝে মাঝে খাবরও পাওয়া যায়। নির্বাচনের সময় বস্তিবাসীদের ভোট কেনাবেচাও চলে। গত নির্বাচনের আগে আরও কয়েকজনের মত রামপুরা বস্তির ইলিয়াস হোসেন ভোটের আগে লুঙ্গী, তাঁর স্ত্রী খোদেজা শাড়ী পেয়েছিলেন। একথা জানালেন ইলিয়াস।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই খোঁজ নিয়ে দেখা গেল বস্তির মালিকরাই বস্তিবাসীদের 'ব্যবহার' করেন। কথা না শুনলে বিপদ হয়। ১৯৮৯ সালের অক্টোবরে বস্তির কর্তৃত্ব নিয়ে দু'দলের গোলযোগ হলে একদল কল্যাণপুর বস্তিতে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেন। এতে ১০ জন বস্তিবাসী মারা যান। গত বছর মালিবাগে রাস্তা নির্মাণের সময় বস্তিবাসীদের মারধোর করে উঠিয়ে দেয়া হয়। এর আগের বছর গুলশানে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বুলডোজারের নীচে একজন শিশুর মৃত্যু হয়।

প্রতিদিনই লড়াই চলে বস্তিবাসীদের খাবারের জোগাড় করতে, থাকতেও। কখন কোন্ বস্তি ভাঙ্গা হবে সে ভয়ে, আতঙ্কে সবাই থাকেন তটস্থ। সংকট কাটে না। গ্রাম থেকে আরও আসেন ছিন্নমূল মানুষ। সমস্যা বাড়েই। শুধুমাত্র রেডিও আছে এমন বস্তিঘরের সংখ্যা হাতেগোণা। পত্রিকাও বস্তিতে যায় না। খুব কম মানুষই দেশের খবরা-খবর রাখেন। বস্তিতে চোখ বুলালেই দেখা যায় অনেকেই তাদের ঘরের আঙ্গিনায় গ্রামীণ মেজাজকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেন। গ্রামীণ টেকি কোন কোন বস্তিতে দেখা যায়। তবে বিভিন্ন জনের সাথে আলাপ করে যা আন্দাজ করা যায়, এ নগরীর বস্তিবাসীরা না গ্রামীণ, না নাগরিক। আর এটাই যেন তাঁদের বর্তমান আত্মপরিচয়।

ষোল বছর আগে ১৯৭৫ সালে ডেমরা, দত্তপাড়া ও মীরপুরে ১২ হাজার